দৈনিক ইত্তেফাক

2 3 SEP 2005

যৌন হয়রানি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

জাবি শিক্ষক চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত

স্থায়ী অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলবে

জাবি সংবাদদাতা : যৌন হয়রানি, অসৌজন্যমূলক আচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) বিভাগের এক শিক্ষককে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে, উক্ত শিক্ষককে অপসারণের দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে স্থায়ী অপসারণ ৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

যৌন হয়রানি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীকে অপসারণের দাবীতে সমাজবিজ্ঞান ভবন থেকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা ভিসি প্রফেসর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযুক্ত শিক্ষককে জাবি কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ১০ (ক) (২) ধারা মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে বিভাগের শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানিসহ অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে সাংবাদিক সমিতির কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায়, অশোভন ও অনৈতিক আচরণের কথা তুলে ধরে। তারা জানায়, গত ২৫ আগস্ট ঐ শিক্ষক শিক্ষকদের ইন্টারনেট রুমে ৩৪তম ব্যাচের এক ছাত্রীকে ৩০তম ব্যাচের এক ছাত্রের সঙ্গে জোরপূর্বক প্রেম করার জন্য প্রায় দেড় ঘন্টা ঐ কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন।

এছাড়া, সম্প্রতি ৩৪তম ব্যাচের এক ছাত্রীকে তিনি তার নির্জন কক্ষে আহবান করেন। পরে ঐ ছাত্রী একা না এসে এক বন্ধুকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। এ সময় পাহারাদার দিয়ে তাদের বের করে দেয়া হয়। এছাড়াও, উক্ত শিক্ষক তার নিজের মোবাইল ফোন থেকে ছাত্রীদের মোবাইলে বিভিন্ন সময়ে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা ও মেলা-মেশার ইঙ্গিত দেন বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। এসব কুপ্রস্তাবে সাড়া না দিলে তার কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেল করানোরও হুমকি দেয়া হয়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক জরুরী সভা ডেকে উক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। তবে ঘটনার তদন্তের জন্য কোন প্রকার তদন্ত কমিটি করা হয়নি।

এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিভাগের সভাপতি চৌধুরী গোলাম কিবরিয়া জানান, যৌন হয়রানির ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিসির নিকট সুপারিশ করা হয়েছে। তবে তিনি জানান, কোন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। তাই সাময়িক বহিষ্কারের পরও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াটা দুঃখজনক।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রশাসনে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, উক্ত শিক্ষককে স্থায়ীভাবে অপসারণ না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা আগামীকাল (শনিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করবে।

সূত্রমতে জানা যায়, উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে আওয়ামীপন্থী এক অংশের শিক্ষক। প্রশাসনকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যই এ ঘটনা সাজানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ও সাবেক প্রভিসি প্রফেসর মান্নান চৌধুরীর মেয়েও উক্ত বিভাগের ৩৪তম ব্যাচের একজন ছাত্রী। জানা যায়, ইন্টারনেট রুমের প্রেমের কাহিনী তাকে নিয়েই সাজানো হয়।

ঘটনার সত্যতা জানতে চাওয়া হলে প্রফেসর মান্নান চৌধুরী তার মেয়ের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ করতে দেননি; বরং দু'জন সাংবাদিকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করার পর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পেছনেও উক্ত শিক্ষক গ্রুপের ইন্ধন রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাবি শাখা।